প্রথম আলো

তারিখ 03 DEC 2006
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৩

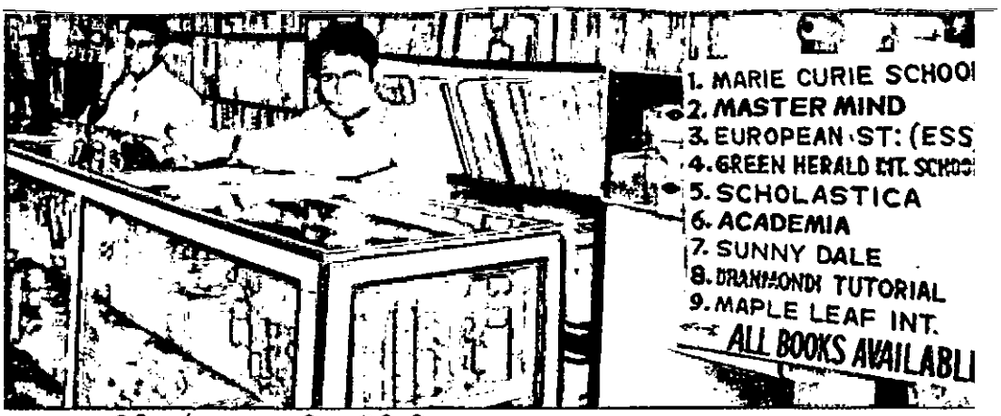

এসব দোকানে বিক্রীত পাঠ্যপুস্তকগুলোর বেশির ভাগই বিদেশি

ইংরেজি মাধ্যমে ভিনদেশি শিক্ষা

শিবলী রেজা আহমেদ

অন্য দেশের কোন জায়গায় বেশি বৃষ্টিপাত হয়, কোথায় চা বাগান আছে—এগুলো না শিখে আমরা নিজেদের দেশ সম্বন্ধে শিখতে চাই। আমার মামাতো ভাইকে জিজ্ঞেস করেছিলাম, এক টাকার অর্ধেক কত? ও উত্তরে বলেছিল, ওদের স্কুলে রুপি দিয়ে অঙ্ক শেখানো হয়। টাকার অঙ্ক ও বোঝে না।'—অনেকটা হতাশার সুরে কথাগুলো বলছিলেন ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র আবদুর রহমান। জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বুক বোর্ড সূত্র জানিয়েছে, রাজধানীর 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলগুলোয় ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষা দিতে গিয়ে যেসব বই পাঠ্যসূচিতে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে তার সবই হয় ব্রিটিশ পাঠ্যসূচি, না হয় ভারতীয় পাঠ্যসূচি অনুযায়ী তৈরি। শিক্ষা গবেষকেরা এ বিষয়ে সরকারের আশু হস্তক্ষেপ কামনা করেছেন।

কলাবাগানের কয়েকটি বইয়ের দোকান ঘুরে দেখা গেছে 'ইংলিশ মিডিয়াম' স্কুলের গণিত, ইংরেজি, ভূগোল ও বিজ্ঞানের বইগুলোর প্রায় সবই বিদেশী। গণিতের বইগুলোয় টাকার বদলে পাউন্ড বা রুপিতে অঙ্ক কষা হয়েছে। মেরি কুরি স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর 'স্টার্টিং জিওগ্রাফি' বইয়ে ভারতের ভূ-প্রকৃতি, খনিজ, শিল্প, বনাঞ্চল ইত্যাদির বর্ণনা রয়েছে। ম্যাপল লিফ স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীর 'দ্য গ্রামার ট্রি : বেসিক ইংলিশ গ্রামার ট্রি' বইতে শেখানো হচ্ছে—বেনারস গঙ্গা নদীর তীরে অবস্থিত বা জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী। ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের পঞ্চম শ্রেণীর 'অ্যাওয়ারনেস সায়েন্স বুক ফাইভ'-এ লেখা আমাদের দেশে চা-গাছ আসাম ও দার্জিলিংয়ের পাহাড়ি ঢালে জন্মে বা উত্তর প্রদেশ, উড়িষ্যা, অন্ধ্রপ্রদেশ, আসাম, পশ্চিমবাংলা, বিহার সাইক্লোন ও বন্যাপ্রবণ এলাকা।

অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেছে, শিশুদের ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য তাঁরা তাঁদের বাচ্চাদের এসব ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলে ভর্তি করান। কিন্তু দেশে ইংরেজি মাধ্যমে শিক্ষার স্কুলগুলোয় তাদের ইচ্ছেমতো পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও দেশীয় সংস্কৃতির সঙ্গে অমিলের জন্য অভিভাবকেরাও শঙ্কা প্রকাশ করেছেন। ম্যাপললিফ ইন্টারন্যাশনাল স্কুলের এক শিক্ষার্থীর নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অভিভাবক বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য একটা সরকারি নীতিমালা হওয়া উচিত। আমরা বাচ্চাদের ইংলিশ মিডিয়ামে পড়াই ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়ানোর জন্য। ইংরেজিতে দক্ষতা বাড়লেও তারা নিজের সংস্কৃতি না শিখে অন্য দেশের সংস্কৃতি শিখছে, এটা ঠিক না।'

মনোবিজ্ঞানীরা মনে করেন, ছোট বাচ্চারা পারিপার্শ্বিক পরিবেশ ও সংস্কৃতি অনুযায়ী পাঠ্যপুস্তক না পেলে তারা নিজের সংস্কৃতি থেকে দূরে সরে যাবে। এ দেশের শিশুরা যদি তাদের পাঠ্যবইয়ে অন্য দেশের মুদ্রা, দর্শনীয় স্থান, আবহাওয়া, জলবায়ু ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে লেখাপড়া করে তাহলে তাদের মানসিক বিকাশ বাধাগ্রস্ত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞানের শিক্ষক ড. মেহতাব খানম বলেন, 'এসব কারণে শিশুরা মানসিক দ্বন্দ্বে পড়ে যায়। তারা দ্বিধাদ্বন্দ্বে ভোগে। তাদের জানার মধ্যে একটা শূন্যতার সৃষ্টি হয়। ছোট বাচ্চাদের জন্য এগুলো সাংস্কৃতিক বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে।'

তবে ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর কর্তৃপক্ষও চাচ্ছেন, দেশের ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর নিয়ন্ত্রণ, পাঠ্যসূচি প্রণয়নের জন্য আলাদা শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড গঠন করা হোক। এ বিষয়ে ইসলামী ব্যাংক ইন্টারন্যাশনাল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ নৌবাহিনী ক্যাপ্টেন এম এন হুদার (অব.) কাছে জানতে চাইলে তিনি বলেন, 'জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড যেমন বাংলা মাধ্যমের জন্য সিলেবাস তৈরি ও পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ করে থাকে, তেমনি ইংলিশ মিডিয়ামের জন্যও আলাদা বোর্ড গঠন করার দরকার আছে। পার্শ্ববর্তী দেশগুলো তাদের সরকারের নিজস্ব নীতিমালা অনুযায়ী পাঠক্রম চালায়।' তিনি জানান, ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বাচ্চাদের নিজেদের দেশ সম্পর্কে জানতে হবে। আর মানসম্মত লেখাপড়ার পরিবেশের জন্য অবশ্যই সরকারি নিয়ন্ত্রণের দরকার আছে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা ও গবেষণা ইনস্টিটিউটের অধ্যাপক সালমা আখতার বলেন, 'প্রতিটি ইংলিশ মিডিয়াম স্কুল পরিচালনার জন্য রেজিস্ট্রেশন করা উচিত। জন্য সরকারের নীতিমালা থাকা দরকার।'

ইনস্টিটিউটের পরিচালক অধ্যাপক মো. ইকবাল আজিজ মুত্তাকী ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের পাঠ্যবইয়ের ওপর একটি প্রতিবেদন তৈরি করেছেন। তিনি বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলের বইগুলোর সঙ্গে বাংলাদেশের অর্থনৈতিক, সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের মিল না থাকায় বাচ্চাদের বুঝতে সমস্যা হয়। সরকারের এ বিষয়ে পদক্ষেপ নেওয়া উচিত। তবে প্রভাবশালীদের চাপে সরকার কিছু করতে পারছে না। কারণ ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর মালিক ক্ষমতাশালী লোকেরা।'

ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর পাঠ্যসূচি নির্ধারণ ও পড়ালেখার মান নিয়ন্ত্রণের জন্য জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড কোনো পদক্ষেপ নিচ্ছে কি না—এ বিষয়ে জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের চেয়ারম্যান ড. গাজী মো. আহসানুল কবীর বলেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর জন্য স্বতন্ত্র ইংলিশ মিডিয়াম বোর্ডবিষয়ক আহ্বায়ক উপকমিটি তাদের প্রতিবেদন পেশ করেছে। খুব শিগগিরই তা অনুমোদন হয়ে যাবে।'

তিনি স্বীকার করেন, 'ইংলিশ মিডিয়াম স্কুলগুলোর পাঠ্যপুস্তকে এ দেশের সংস্কৃতি ও পরিবেশ সম্বন্ধে তেমন একটা পড়ানো হয় না। এটা আদৌ উচিত না। তাই এগুলো মনিটরিং করা ও স্কুলগুলোর রেজিস্ট্রেশনের জন্য আইন দরকার। ইতিমধ্যেই এ ব্যাপারে খসড়া আইন তৈরি হয়েছে।'